ডেমক্রেসিওয়াচ ইনহাউজ বুলেটিন

সাপ্তাহিক জনগনের দরবার বার্তা - ৬

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ৫ জুলাই ২০০৬

জনগনের দরবার প্রকল্পের অগ্রগতিতে ডেনিশ প্রতিনিধিদের সন্তুষ্টি

ডেনমার্ক কোপেনহেগেন অফিসের মনিটরিং এবং এভাল্যুয়েশন কনসালটেন্ট রেখা দাস, ডেনমার্ক এ্যামবেসীর কর্মকর্তা 'বসন' এবং ড্যানিডা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যক্রমের সাহীনা বারি গত ১১ জুন সকালে যশোরের জনগনের দরবার প্রকল্পের কার্যক্রম দেখতে যান। কর্মকর্তারা যশোর রামনগর ও ফতেপুর অফিস পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি স্থানীয় কর্মীর সাথে মতবিনিময় করেন। রেখা দাস বলেন তিনি জনগনের দরবার প্রকল্পের সাফল্যে আনন্দিত। ভবিষ্যতেও তিনি যশোরে এ প্রকল্প দেখতে আসার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন।

জনগনের দরবার প্রকল্প নিয়ে আশাবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলপমেন্ট স্ট্যাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. তৈয়েবুর রহমান জনগনের দরবার প্রকল্পকে যুপোপযোগী ও একটি অসাধারণ আইডিয়া বলে অভিহিত করেছেন। সম্প্রতি এক আলোচনায় তিনি এ মত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন জনগনের দ্বারা পরিচালিত এ ধরনের প্রকল্পের সাফল্য গবেষকদেরও নতুন করে চিন্তার খোরাক যোগাতে সহায়তা করবে।

জনগনের দরবার প্রকল্প নিয়ে কনসোর্টিয়াম

ড্যানিডার মতে ডেমক্রেসিওয়াচের জনগনের দরবার প্রকল্প নিয়ে সকল দাতার মধ্যে সমন্বয় মিটিং হওয়া প্রয়োজন যাতে 'বাস্কেট ফান্ডিং' অথবা 'যৌথ ফান্ডিং' এর স্কোপ পেতে পারেন অন্য দাতারা। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কাজ চলছে।

১১ জুলাই ঢাকায় প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেশন সভা

আগামী ১১ জুলাই ডেমক্রেসিওয়াচ কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী জনগনের দরবার প্রকল্পের ওরিয়েনটেশন সভা অনুষ্ঠিত হবে। ডেমক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান এ সভা উদ্বোধন করবেন। ডেমক্রেসিওয়াচের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোস্তফা সোহেল প্রকল্পের আদ্যপান্ত ব্যাখ্যা করবেন। সভায় সকল প্রকল্প এলাকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন।

যশোরে সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সঙ্গে জনগনের দরবার প্রকল্প নিয়ে আলোচনা

গত ২৮ জুন সকাল ১১টায় স্থানীয় সংগঠন স্বপ্ন সাহায্য সংস্থার মিলনায়তনে ডেমক্রেসিওয়াচ জনগনের দরবার প্রকল্প নিয়ে স্থানীয় সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তারা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং ইউপির সেবার মান বৃদ্ধিতে নিয়মিতভাবে মনিটরিং- এর উপরে জোড় দেন। বক্তারা বলেন আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাজ করতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম অফিসার ফিরোজ মোঃ নূরুন্নবী যুগল, স্বপ্ন সাহায্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক শরিফুল হক রিপন, কর্মসূচি সমন্বয়কারী মুজতবা শামীম, রামনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজাল হোসেন, সাকিরুল কবির লিটন, মনতোষ বসু, শেখ হাবিবুর রহমান, ইয়াকুব আলী, আব্দুল মজিদ প্রমুখ।

দিনাজপুর, নীলফামারী, যশোর, গাজীপুরে ৯টি স্পট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

প্রকল্প এলাকার সাধারণ মানুষকে আরো বেশি ইউনিয়নমূখী করে তুলবার লক্ষে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে গত ২ মাসে জনগনের দরবার প্রকল্প এলাকায় ৯টি স্পট ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। প্রাক বাজেট আলোচনা, স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ইউপি'র সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে স্পট ক্যাম্পেইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কর্ম এলাকায় আরো ৪টি উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন

তৃণমূল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনগনের দরবার এর প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নগুলোতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা চলছে। এই উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণার আগে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ইউনিয়নের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাক-বাজেট আলোচনা ও সবশেষে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষিত হয়। উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণার পর পরই জনগনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের খোলামেলা আলোচনাও চলছে।

গত ২৭ জুন সকাল ১১ টায় গাজীপুরের বাসন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, গত ২৭ জুন সকাল ১০ টায় যশোরের আরবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, গত ২৮ জুন বিকাল ৪ টায় দিনাজপুরের সিংড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মজিবর রহমান এবং গত ৩০ জুন বিকাল ৪ টায় নীলফামারীর খগাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেন। ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা এই বাজেট ঘোষণার পাশাপাশি তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছেণ কি না তাও পর্যবেক্ষণ করবে স্ব স্ব ইউনিয়নের পরামর্শ কমিটি।

যশোরের গ্রামে গ্রামে ভিডিও শো প্রদর্শনী

যশোরের গ্রামে গ্রামে স্থানীয় সরকার বিষয়ক ভিডিও শো প্রদর্শনী চলছে। ইউনিয়ন পরিষদের ওপর সকলের আস্থা ও উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়নের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিডিও শো প্রদর্শনী চলছে। ডেমক্রেসিওয়াচ আগামী আগষ্ট ২০০৬ পর্যন্ত কর্ম এলাকাগুলোতে ২৮টি ভিডিও শো আয়োজন করবে।

জনগনের দরবারের আগামী সপ্তাহের কর্মসূচিসমূহ

৭ ও ৮ জুলাই ২০০৬ দিনাজপুরে ইউপি প্রতিনিধিদের সাথে ওয়ার্কশপ এবং ইউপি'র বাজেট প্রণয়নে সুশীল সমাজের ভূমিকা শীর্ষক ওয়াকর্শপ এবং ৬ ও ৮ জুলাই গাজীপুরে ইউপি প্রতিনিধিদের সাথে ওয়ার্কশপ ও স্ট্যান্ডিং কমিটি কার্যকর করার লক্ষ্যে সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য নিয়মিত কর্মসূচিগুলোও যেমন- উঠান বৈঠক, পরামর্শ কমিটির প্রশিক্ষণ, উন্মুক্ত বাজেট, স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন, স্পট ক্যাম্পেইন এবং কোয়াটারলি মিটিংগুলো চলছে।

‡Wg‡µwmlqv‡Pi BDwbqb cwil‡`i ch©‡e¶Y cÖwZ‡e`bt
জানুয়ারী ২০০৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০৬

জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৫

আহত		নিহত		দূর্নীতি		মামলা		গ্রেফতার		শাস্তির ধরণ				ধর্ষণ	
										কারাদন্ড		যাবজ্জীবন			
চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার
১৫	২৯	৫	৯	১৩৫	৩৩	৫২	১১	৪০	২৯	২	৭	৪	৩	৫	৬

জানুয়ারী '০৫ থেকে ডিসেম্বর' ০৫ সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, সংঘর্ষ, সন্ত্রাসী হামলা, প্রতিপক্ষের হামলা, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি কারণে আহত হয়েছেন ৪৪ জন। এর মধ্যে ১৫ জন চেয়ারম্যান ও ২৯ জন ইউপি সদস্য। অপরদিকে সন্ত্রাসীদের আক্রমন, পুলিশ ও র‍্যাবের ক্রসফায়ার এবং বিভিন্ন ঘটনার শিকার হয়ে ৫ জন চেয়ারম্যান ও ৯ জন ইউপি সদস্য নিহত হয়েছে। ভিজিএফ কার্ড বিতরণ, অর্থ আত্মসাত, ইউপি'র বরাদ্দকৃত গম বিক্রি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি কারণে দূর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়েছেন ১৩৫ জন চেয়ারম্যান এবং ৩৩ জন ইউপি সদস্য। ইউপি'র সম্পত্তি অবৈধ দখল, সন্ত্রাসী, এসিড নিক্ষেপ, অপহরনসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের দায়ে ৫২ জন চেয়ারম্যান ও ১০ ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং ৪০ জন চেয়ারম্যান ও ২৯ ইউপি সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া এই ১ বছরে বিভিন্ন মামলার প্রেক্ষিতে ২ জন চেয়ারম্যান ও ৭ জন ইউপি সদস্যকে কারাদন্ড দেয়া হয়। যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন ৪ জন ও ৩ জন ইউপি সদস্য। অন্যদিকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে ৫ জন চেয়ারম্যান ও ৬ জন ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে। এছাড়া ২ জন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় আদালত কর্তৃক ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল ৭১ জন চেয়ারম্যান এবং ১০ ইউপি সদস্য।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬

আহত		নিহত		দূর্নীতি		মামলা		গ্রেফতার		শাস্তির ধরণ				ধর্ষণ	
										কারাদন্ড		যাবজ্জীবন			
চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার
৪	২	১	১	৭	১৪	৩	১	১	১	০	১	০	০	০	১

২০০৬ এর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এই দু'মাসের সারণীতে দেখা যাচ্ছে আহত হয়েছেন ৪ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন ইউপি সদস্য এবং নিহত হয়েছেন ১ চেয়ারম্যান ও ১ জন ইউপি সদস্য। দূর্নীতিতে জড়িত ছিল ৭ জন চেয়ারম্যান ও ১৪ জন ইউপি সদস্য। মামলা ও গ্রেফতার হয়েছেন ক্রমান্বয়ে ৩ জন চেয়ারম্যান ও ১ জন ইউপি সদস্য এবং ১ চেয়ারম্যান ও ১ জন ইউপি সদস্য। কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন ১ জন ইউপি সদস্য এবং ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন ১ জন ইউপি সদস্য। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল ২ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন ইউপি সদস্য।

উল্লেখিত বছরওয়ারী তথ্যসমূহকে তুলনামূলক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি দাড়ায় নিম্নরূপ-

২০০৪ ও ২০০৫ এর বছরওয়ারী তুলনামূলক চিত্র

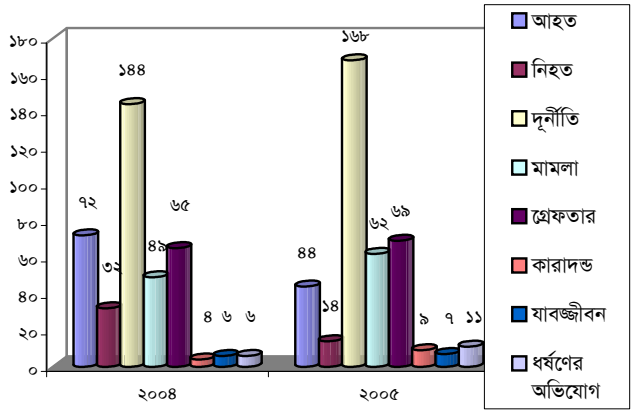

উপরের বছরওয়ারী তুলনামূলক চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৪ এর মোট আহতের সংখ্যা হচ্ছে ৭২ জন এবং জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৫ এ আহতের সংখ্যা ৪৪ জন। এতে দেখা যাচ্ছে ২০০৪ এর তুলনায় ২০০৫ এর আহতের সংখ্যা কমে এসেছে। অনুরূপ নিহতের সংখ্যাও ২০০৪ এর তুলনায় ২০০৫ এ কমে এসেছে। যার সংখ্যা যথাক্রমে ৩২ জন এবং ১৪ জন। তবে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ২০০৪ এর তুলনায় ২০০৫ ব্যাপক আকরে বৃদ্ধি পেয়েছে যার সংখ্যা ২০০৪ এ ১৪৪ এর তুলনায় ২০০৫ এ দাঁড়ায় ১৬৪ জন। মামলার ক্ষেত্রে ২০০৪ এর তুলনায় ২০০৫ এ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে যার পরিমাণ দাড়িয়েছে ২০০৪ এ ৪৯ জন চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং ২০০৫ এ ৬২ জন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য। গ্রেফতারের ক্ষেত্রেও ২০০৪ এর তুলনায় ২০০৫ এ বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে যার সংখ্যা ৬৫ জন এবং ৬৯ জন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য।

২০০৪ সালে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে ৩ জন ইউপি চেয়ারম্যান এবং ৩ জন মেম্বার। অন্যদিকে ২০০৫ সালে অভিযুক্ত হয়েছে ৫ জন চেয়ারম্যান ও ৬ মেম্বার। উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ধর্ষণের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা ২০০৪ এর তুলনায় ২০০৫ এ দ্বিগুন অভিযুক্তের স্বীকার হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বের প্রায় সব দেশেই উন্নয়নের শেকড় হচ্ছে তৃণমূল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ধারাকে তৃণমূল থেকে সুসংহতকরণ ও রাষ্ট্রের সকল সেবা, সহায়তা, সরবরাহ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটিকে দূর্নীতি মুক্ত, দক্ষ, শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে গড়ে তোলার জন্য ইউপি প্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণকে আরো বেশি সচেতন ও দায়িত্ববান হতে হবে। তবেই আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের মতো আমাদের ইউনিয়ন পরিষদগুলোও হয়ে উঠবে কার্যকর।

কৃতজ্ঞতায় ঃ তালেয়া রেহমান, নির্বাহী পরিচালক, ডেমক্রেসিওয়াচ

তত্ত্বাবধানে ঃ ডেমক্রেসিওয়াচ- এর **প্রোগ্রাম ম্যানেজার** মোস্তফা সোহেল, **মনিটরিং কোঅর্ডিনেটর** সাইফুল ইসলাম, **প্রোগ্রাম অফিসার** ফিরোজ মোঃ নূরুন্নবী যুগল এবং **সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার** মহিউদ্দিন রানা, তৌফিক এলাহী ও নিলুফা ইয়াসমিন মুন -এর প্রচেষ্টায়। ডেমক্রেসিওয়াচ, ৭ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।